দূর হ'তে কত লোকে করে আস্ফালন।
আসিলে তোমার ঠাঁই না সরে বচন।।
তা হলে মোহিনীমন্ত্রে কিসে তুমি কম।
'আমি জানি মোহিনী' এ তব মতিভ্রম।।
সমুদ্র মন্থনকালে যে হ'ল মোহিনী।
দেব দৈত্যে ভুলাইল ভুলে শূলপাণি।।
তার মনে যে ভুলায় গাঢ় অনুরাগে।
তাঁর ঠাঁই তোমার মোহিনী কোথা লাগে?
অন্ধকারে জোনাকীর আলো হয় বনে।
সে জ্যোতিঃ খুলিবে কেন সুধাংশু কিরণে।।
নিশাকর ধরে কর তারাদলে ঘিরে।
সবাকার অন্ধকার দিবাকর হরে।।'
সেই দিবাকর যাঁর নখরে উদয়।
সেই পাদপদ্ম সদা যাঁহার হৃদয়।।
দিবাকর নিশাকর এসে তাঁর ঠাঁই।
করজোড়ে স্তব করে বলিয়া গোঁসাই।।
তার সাক্ষী হনুমান রামভক্তি জোরে।
রামকার্য্যে সূর্য্যদেবে রাখে কর্ণে পুরে।।'
ছাড় সব ধাঁধাঁবাজী কাজে কাজী হও।
হরিপদ ভাবিকাল সুখেতে কাটাও।।
কি দোষ করেছি আমি মেতে হরি-প্রেমে।
বল তব কি ক্ষতি হয়েছে হরি-নামে।।
মেয়েরা করে না পাক কি ক্ষতি তাহাতে।
বসাইয়া দেখ লোক পায় কিনা খেতে।।'
এই অবকাশে লক্ষ্মীকান্ত কৃপাযোগে।
এই দিকেতে রান্না হইয়াছে দশ ভাগে।।
বালা ভাবে "সব লোক বসাইয়া দিব।
অন্নে না কুলা'লে ঠাকুরালী দেখাইব।।"
অল্প অন্ন অল্প অল্প ডা'ল তরকারী।
কেহ বাদ না থাকিও বৈস সারি সারি।।
শীঘ্র শীঘ্র ডেকে সব লোক বসাইল।
অবলীলাক্রমে পরিবেশন হইল।।
খেয়ে সব লোক বলে "অদ্য কিবা রান্না।
জ্ঞান হয় রেঁধেছে কমলা অন্নপূর্ণা।"
অল্প অন্ন বহুলোকে নাহি হবে গণি।
ত্রিলোকে ফুরাতে নারে এবে ইহা মানি।।
জ্ঞান-হারা শ্রীচৈতন্য বালা মহাশয়।
মজুত অযুত লোক মানিল বিস্ময়।।
বালা মহাশয় কিম্বা যত ছিল আর।
মহাপ্রভু পদে সবে করি পরিহার।।
কেহ বলে হরিরূপে হরি অবতীর্ণ।
কেহ বলে নমঃশূদ্র বংশ হ'ল ধন্য।।
আকাশ ভেদিয়া ওঠে হরিনাম ধ্বনি।
হরি হরি ময় ময় আর নাহি শুনি।।
তারক রসনা কহে হরিচাঁদ লীলে।
হরিচাঁদ প্রীতে ডাকে হরি হরি বলে।।

গোস্বামী গোলোকচাঁদের আখ্যান

যে ভাবেতে উদাসীন হইল গোলোক।
গোলোক চরিত্র কিছু শুন সর্বলোক।।
সাহাপুর পরগণা তাহার অধীনে।
নারিকেলবাড়ী গ্রামে জানে সর্বজনে।।
এই বংশে যতজন সবে মহোদয়।
বংশ অনুরাগ হরিভক্তি অতিশয়।।
মহৎপুরুষ ছিল কেনাই মণ্ডল।
কৃষ্ণ-ভক্ত চূড়ামণি প্রেমেতে বিহ্বল।।
কেনাইর চারি পুত্র সবে গুণাকর।
প্রথম অযোধ্যারাম প্রেমের সাগর।।
দ্বিতীয় নন্দন হ'ল হরেকৃষ্ণ নাম।
তৃতীয়তঃ সৃষ্টিধর সাধু অনুপম।।
নয়ন মণ্ডল সর্ব্বানুজ হন তিনি।
করিতেন হরিনাম দিবস রজনী।।